আতিয়া মসজিদ

পরিচিতি নং : ঢাবি ৯৩

অবস্থান:

টাঙ্গাইল জেলার দেলদো◌ার উপজেলার আতিয়া ইউনিয়নের চালা আতিয়া গ্রামে আতিয়া মসজিদ অবস্থিত। এ মসজিদটি দেলদো◌ার উপজেলা থেকে ৬ কিমি এবং টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত।

আতিয়া মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম লৌহজঙ্গ নামক একটি মরা নদীর পূর্বতীরবর্তী একটি মনোরম স্থানে আতিয়া মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের প্রায় লাগোয়া পশ্চিম দিকেই আছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি মাঝারি আকারের পুকুর। এটি মসজিদ নির্মাণের আগে থেকেই এখানে ছিল বলে মনে করা হয়।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরেরদিকে ২০.৯ মিটারদ্ধ ১২.১২ মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলি ২.০১ মিটারপ্রশস্ত। চারকোণেআছে ৪টি বিরাট আকারের অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট। বলয়াকারের স্ফীত রেখার সাহায্যে অলঙ্কৃত মিনার গুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে অলঙ্করণযুক্ত ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। প্রধানকক্ষ ও বারান্দা এই দুই ভাগে মসজিদটি বিভক্ত।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরের অংশের নি¤Ŕভাগে একটি শিলালিপি আছে। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানাযায় যে, ১০১৮ হিজরী (১৬০৮খ্রিঃ) সনেবায়েজীদ খানপনীর পুত্র সায়িদ খান পনী এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে টাঙ্গাইল অঞ্চলে একটি মুখরোচক কাহিনী শোনা যায়। এতে বলা হয় যে, সোলায়মান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৪-৭২ খ্রিঃ) তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদকে আতিয়া অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। সে সময়ে বায়েজিদ এক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের যে-পুত্রটি হয় তাঁর নাম ছিল সায়িদ। পিতার মৃত্যুর পর বায়েজিদ সিংহাসনের আরোহণ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে নিহত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ সিংহাসনের অধিকারী হন। বায়েজিদের হিন্দু স্ত্রী ও তাদের পুত্র সেখানেই থেকে যান। এটি মসজিদের আদি শিলালিপি নয়। সেটি হারিয়ে গেলে মসজিদটি সংস্কারের সময় এই শিলালিপি মসজিদের গায়ে নতুন করে লাগান হয়েছিল।